শ্রী রাম চন্দ্র মিশন
কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত
ECHOES
INDIA
জুলাই ২০১৩ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

গুরুদেব–সংবাদ

মে ২০১৩

পূজ্য বাবুজী মহারাজের জন্ম–বার্ষিকী পালনের পরেই গুরুদেব একেবারেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন । তাঁর দীর্ঘকাল বিশ্রাম দরকার । আমরা দেখেছি কি রকম ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে জন্মোৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজেকে ঠিক রেখেছিলেন । তাঁর চিকিৎসা ইত্যাদি চলতে লাগল । তাঁকে খুবই ক্লান্ত ও নিদ্রাতুর দেখাত । কিন্তু কোন কোন দিন তাঁকে বেশ সতেজ দেখাত । কোনদিন তিনি ভালো থাকবেন, কোনদিন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হবেন, তা আগে থেকে বোঝা যেত না । গুরুদেবের রোগযন্ত্রণার নীরব দর্শক হওয়া খুবই বেদনাদায়ক; কিন্তু আমরা কেবল তাঁর জন্য প্রার্থনাই করতে পারি ।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে গুরুদেবের রেডিয়েশনের মাধ্যমে চিকিৎসা শেষ হল । যন্ত্রণা কমলেও নানা ওষুধ চলতে লাগলো । চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর হাঁটা এবং হুইল চেয়ারে ঘুরে বেড়ানো নিষেধ রইল । প্রয়োজন হলে ওয়াকার এর সাহায্যে কয়েক পা হাঁটা চলতে পারে । এর ফলে তাঁর হাঁটার গতি কমে গেল । তিনি যখন হুইল চেয়ারে ঘুরতেন তখন তাঁর হাসি বিচ্ছুরিত হত । তিনি যখন সৎসঙ্গের জন্য ধ্যানকক্ষে আসতেন তখন তাঁর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হত । ২০১৩ সালে ১২ মে, রবিবার তিনি ধ্যানকক্ষে এক ঘন্টারও বেশী সময় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ।

অনেক সন্ধ্যায় গুরুদেব কটেজের সামনে ১ ঘন্টারও বেশি সময় বসে থাকতেন । কিছু অভ্যাসী তাঁর দেখা পেত, কিন্তু কথা বলত না, কেবল তাঁর সামনে নীরবে বসে থাকার সুযোগ পেত । কখনও কখনও গুরুদেব কথা বললেও অধিকাংশ সময় তিনি নীরব থাকতেন । কুটীরের সামনে থাকা বড় বড় বৃক্ষে থাকা পাখি তাঁকে বাইরে বসে থাকতে দেখে আনন্দে কিচির মিচির করতো ।

মে' এর মাঝামাঝি সময়ে গুরুদেবের চিকিৎসা ও ওষুধ চলতে লাগলো । যখনই তাঁর ওষুধ প্রয়োগ হত তখনই তাঁকে মুহ্যমান দেখাত । আর একটা বিষয় লক্ষ্য করার ছিল যে,

যতক্ষণ তিনি কাজের মধ্যে থাকতেন ততক্ষণ তাঁর রোগ–যন্ত্রনা পরিলক্ষিত হত না। কাজের সমাপ্তিতে তাঁর যন্ত্রনা পরিলক্ষিত হত। পরের দশদিন বা ঐ সময় তাঁকে একান্ত ক্লান্ত দেখাত। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি বিশ্রামে থাকতেন। মাসের শেষদিকেও তাঁর যন্ত্রনা থাকায় MRI করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। স্ক্যানের রিপোর্ট ভাল হওয়ায় তিনি এবং চিকিৎসকরা চিন্তামুক্ত হলেন।

গুরুদেব একটা নতুন ইলেকট্রনিক চেয়ার পেয়েছিলেন। চেয়ারটি বোতাম টিপে ওঠান নামান যায়। তিনি শিশুসুলভ আনন্দে তাই বারবার করতেন।

মাসের শেষদিকে তিনি অধিকতর সুস্থ হলেন এবং যখন স্বাস্থের উন্নতি ঘটলো তখন তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রশিক্ষক–সিটিং শুরু করে দিলেন। অধিকাংশ দিনই খুব সকালে প্রশিক্ষক সিটিং এবং প্রাতঃরাশের পর কোন অভ্যাসীকে ব্যক্তিগত সিটিং বা কোন দলকে সিটিং দিতেন।

এক সন্ধ্যায় ভ্রাঃ গুরপ্রীত সিং কুটীরের চাতালে ভজন পরিবেশন করছিলেন। গুরুদেব অফিস ঘরে বসেছিলেন। কয়েকটি গানের পর তিনি ক্লান্তি বোধ করলেন এবং শুতে চলে গেলেন; কিন্তু ভ্রাঃ গুরপ্রীতকে গান চালিয়ে যাবার অনুরোধ করলেন।

২৮মে, মঙ্গলবার ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণার ৫৬তম জন্মদিন। গুরুদেব তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন, আশীর্বাদ করলেন এবং ঘরের সকলকে প্রসাদ দিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি হল, চেন্নাই শহর ঠাণ্ডা হল। বোঝা গেল গ্রীষ্মের দিন প্রায় শেষ।

খুব সকালে কুটীরের বাইরে বসে থাকা গুরুদেবের একটা নতুন রুটিন হল। সকাল ৫ টায় ঘুম থেকে উঠে ৫.৩০ টায় বাইরে আসতেন, আর ৬.১৫ মিনিটে ভিতরে চলে যেতেন। এই সময় তিনি প্রশিক্ষক সিটিং দিতেন। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় এটা প্রায়ই হত। মোটের উপর তাঁর স্বাস্থের উন্নতি হয়েছে, তিনি অপেক্ষাকৃত সচল এবং ধীরে ধীরে তাঁর দৈন্যন্দিন রুটিন মাফিক কাজ শুরু করছেন।

জুন ২০১৩

গুরুদেবের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতেই, তিনি নিজেই সমস্ত প্রশিক্ষকদের সিটিং দিতে শুরু করেন। ১ জুন গুরুদেব এক অভ্যাসীর কাছ থেকে আমেরিকায় সর্বপ্রথম প্রস্তুত রেলগাড়ীর এক মডেল উপহার পান। এই মডেলটির সম্পূর্ণতায় গুরুদেব খুব খুশী হয়েছিলেন এবং তাঁর চারপাশে উপস্থিত সকলেই সেই খুশীর ছোঁওয়া অনুভব করেন। আকারে একটু বড় হওয়া সত্ত্বেও গুরুদেব এটাকে খুবই যত্নসহকারে নিজের শো–কেসে রেখেছিলেন।

LMOIS ছাত্রদের আলোচনা সভা

ওমেগা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের জন্য দলগতভাবে পর পর দুটো আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমটা জুনের ১ম সপ্তাহে ও দিবতীয়টা ২য় সপ্তাহে। এই আলোচন সভার কো–অর্ডিনেটররা গুরুদেবের কাছে এসে দেখা করেন এবং ছোট্ট আলোচনার মাধ্যমে সেমিনার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জেনে নেন।

সন্ধ্যায় গুরুদেব ওয়াকার নিয়ে কটেজের মুখ্যদ্বার পর্যন্ত গিয়ে হুইল্চেয়ার নিয়ে বসতেন। এতে তাঁর অল্প ব্যায়াম হত এবং তিনি মুক্ত বাতাসও পেতেন। তাছাড়া অভ্যাসীদের সাথে দেখাও হত, যা তিনি সবসময়ই চাইতেন।

২ জুন, রবিবার গুরুদেব ধ্যানকক্ষে একঘন্টা সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গের পর তিনি কটেজে ফিরে আসেন। আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি অভ্যাসীদের সাথে দেখা করেন ও সকালে সৎসঙ্গ করান, কাজেই কটেজে অভ্যাসীদের ভীড় কম ছিল। অভ্যাসীরা তাদের হৃদয়ে এক পরিতৃপ্তি অনুভব করছিলেন। এ যেন গুরুদেব প্রত্যেক হৃদয় নিজেকে দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আর অভ্যাসীরা প্রত্যেকেই পরিতৃপ্ত ও খুশী। গুরুদেব বলেন, "খুশী পরিতৃপ্তি দিতে পারে না, কিন্তু পরিতৃপ্তির ফল খুশীতে প্রকাশ"। যে কয়েক সপ্তাহ গুরুদেব বাইরে বেরিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করছেন এই খুশী গুরুদেবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

ছোট একদল অভ্যাসীদের নিয়ে গুরুদেব নিজের অফিসে এক সুন্দর সময় কাটান।

- হাসি–আনন্দের সাথে শুরু হলেও পরে গুরুদেব এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন – IT ডিপার্ট্মেন্টে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা: আজকের জীবনযাত্রা শুধুমাত্র লোভ ও অসততারই প্রলোভন দেখায়।
- ভয় তোমাকে সেদিকেই নিয়ে যায়, যা থেকে তুমি ভীত। এটা তোমারই ভয় যেটা অন্যের উপর প্রতিভাত হয়।
- গুরুদেবের পরিবারই একমাত্র পরিবার যেখানে চার প্রজন্ম সহজমার্গের অভ্যাসী।

৩ জুন, সোমবার ওমেগা স্কুলের প্রাক্তনীদের প্রথম সমাবেশ – পর্ব ১। গুরুদেব ঠিক নটায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন। একঘন্টা সৎসঙ্গ পরিচালনার পর তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর উৎসাহব্যাঞ্জক বক্তব্যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতির উল্লেখ করে বলেন পরবর্তী প্রজন্মকে শুধুমাত্র তাদের ভবিষ্যৎ নয়, সমস্ত জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। গুরুদেব আরও বলেন এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সমাজের চাপে পড়ে পরিবর্তিত হবে না বরং অনুঘটকের মতো নিজে অপরিবর্তিত থেকে সমাজেরই পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে। তিনি ওমেগা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এটাই আশা করেন। শুধু অনেক নম্বর পেয়েই নয়, তারা বেরিয়ে আসবে সচ্চরিত্র ও সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষ হয়ে, যারা প্রাধান্য দেবে মনুষ্যত্বের বিকাশকে উচ্চাকাঙ্খাকে নয়। তিনি একথা আবার বলেন যে অর্থ কখনও সুখ বা পরিতৃপ্তি দিতে পারে না, কিন্তু পরিতৃপ্তি সুখ এনে দিতে পারে। গুরুদেব কয়েকজন অভ্যাসীকে বক্তব্য রাখতে বলেন। সমস্ত প্রাক্তনীদের প্রতিদিন সকাল ৯.০০ টায় গুরুদেবের কটেজে সৎসঙ্গের জন্য আসতে বলা হয়।

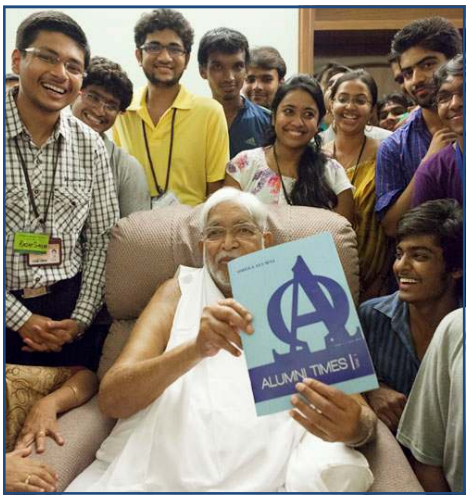

কার্যকরী সমিতির বৈঠক

৫ জুন, বুধবার গুরুদেব সৎসঙ্গের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলেন এবং সেদিন সাতটা বিবাহ সম্পন্ন করানোর ব্যবস্থা হয়েছিল । কিন্তু, ডাক্তারের পরামর্শে তিনি কটেজে বিশ্রাম নেন কারণ সৎসঙ্গের পর তাঁকে কার্যকরী সমিতির বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে হবে । পরিবর্তে ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল ধ্যানকক্ষে যান । কার্যকরী সমিতির সদস্যরা কটেজে সমবেত হন এবং গুরুদেব পুরো বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন, বিগত কিছুদিন যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি । গুরুদেব সাধারণতঃ বৈঠকের শেষে যোগ দিতেন । সাধারণভাবে আলোচনার বিষয়গুলিতে গুরুদেব বেশ খুশী হন – আশ্রমে ভালো কিছু হচ্ছে যেমন সিঙ্গাপুর ও কাতারে ধ্যানকক্ষ নির্মাণ, আন্তর্জাতিক ব্যাকালরেট পুরস্কারের জন্য LMOISএর নিদর্শন এবং আশ্রমে প্রশিক্ষক ও অভ্যাসীদের প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তুর সময়োপযোগীকরণ ।

গুরুদেব ভারতবর্ষে আশ্রমের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সহজমার্গে উৎসর্গীকৃত অন্ততঃ দুই পরিবারও সেই আশ্রমে থেকে আশ্রমের দেখাশোনা করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তিনি ক্ষেদ প্রকাশ করেন ।

বৈঠক শেষে তিনি তাঁর ওয়াকারের সাহায্যে ধীরে তাঁর অফিস কক্ষের দিকে রওনা হন । তাঁর কথা শোনা যায়, " যখন তিনি যন্ত্রণা দেন, তখন তিনি শক্তিও দেন" । তিনি খুব ক্লান্ত ছিলেন তবুও বিশ্রামে যাওয়ার আগে তিনি ঐদিনে বিবাহিত কাপ্ল্দের সাথে দেখা করেন, কথা বলেন, তাদের আশীর্বাদ দেন ও তাদের সাথে ছবিও তোলেন ।

LMOIS ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথোপকথন

ওমেগা স্কুলের প্রাক্তনীদের সাথে গুরুদেব অনেক সময় অতিবাহিত করেন । একসময় সমাবেশের ৭০ জন ছাত্রছাত্রী গুরুদেবের অফিসে তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন । তাঁকে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তিনি সোৎসাহে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন ।

এক ভগিণী বললেন খুব সকালে উঠে ধ্যানে বসা কষ্টকর । উত্তরে গুরুদেব বলেন, "শোন, আমি প্রত্যেক রাত্রিতে পাখীর ডাক শুনি । কখনও কখনও রাত্রি ২.৩০টার সময় শুনতে পাই কোন একক পাখী ঘুমের ঘরে কিচির মিচির করছে । ভোর ৩.৩০টের সময় প্রায় আধ ডজন পাখী গাইতে শুরু করেছে এবং পাঁচটার মধ্যে সব পাখীরাই জেগে গেছে, গান করছে, একে ওকে ডাকাডাকি করছে । সুতরাং এটাকে অভ্যাসে পরিণত কর, কখনও বলবে না, 'সকালে উঠে আমি কি করব?'। তোমরা জান, দিনের কাজ শেষ না করে আমি কখনও শুতে যাই না, তা সে যে কাজই হোক না কেন । কালকের জন্য আমি কোন কিছু ফেলে রাখি না, কিছুই না – তা সে ই–মেল হোক, চিঠিপত্র হোক বা সিটিং । সবাই বলে, 'ও, তুমি ক্লান্ত, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন' । আমি বলি, 'যতক্ষণ না কাজ শেষ হচ্ছে কোন বিশ্রাম নয়'। মাঝখানে কোন বিশ্রাম নয় । বিশ্রাম তখনই যখন কাজ শেষ হবে । না না আমি এত ক্লান্ত.....! না তুমি এত ক্লান্ত নও । এটা শুধুমাত্র অভ্যাস । অনিয়মানুবর্তিতা হল খারাপ অভ্যাস আর নিয়মানুবর্তিতা হল ভালো অভ্যাস" ।

বিবাহ সম্বন্ধে গুরুদেব বলেন, "চোখে দেখে সিদ্ধান্ত নিও না, তোমার হৃদয়কে সিদ্ধান্ত নিতে দাও । বাবা মায়ের চাপে বাধ্য হোয় না । তাদের বল যে এটা আমার জীবন । তোমার যেমন জীবন, আমি তোমাদের বলি নাই তোমারা কাকে বিয়ে করবে ইত্যাদি, তেমনি তোমরা আমাকে বিয়ে করতে বলবে না । আমি কখন ও কাকে বিয়ে করব, যখন আমার হৃদয় 'হ্যাঁ' বলবে । জাতিধর্ম, ধনসম্পত্তি এমনকি অমিতাভ বচ্চনের মত বিখ্যাত ব্যাক্তিত্বও কোন বিবেচনার বিষয় নয় ।"

একটি মেয়ে বলল যে সে রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় । গুরুদেব বলেন, "রাজনীতি একটা নোংরা বিষয় । এটা দুর্নীতি ও পাপে পরিপূর্ণ । আমি আইনকে পছন্দ করি না আর রাজনীতিকেও না । দুটোতেই তোমাকে মিথ্যা বলতে হবে । 'সত্যম্ বদ', ধর্মম্ চর' এসব

সম্ভব নয়।

'তুমি জান আমি অনেক বড় বড় উকিল ও বিচারকদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং বলেছি আপনারা মিথ্যা কথা বলেন, তার উত্তরে তারা বলেন, তারা আর্জি অনুযায়ী কাজ করেন। আর দেখ, উকিলের কাজ হচ্ছে বিচারক যাতে ন্যায় বিচার করতে পারেন সেজন্য তাঁকে সাহায্য করা, কিন্তু উকিল কেবল তাঁর মক্কেলকে মামলায় জিততে সাহায্য করেন'। মেয়েটি জোর দিয়ে বলল সে হবে প্রথম সৎ রাজনীতিবিদ্। তার উত্তরে গুরুদেব বলেন, তুমি প্রথম সৎ রাজনীতিবিদ হলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখবে তুমি খাপ খাওয়াতে পারছ না। আজকাল পরিস্থিতি এমনই যে কেউ সহিষ্ণু নয়। তুমি সমাজচ্যুত হবে। তিনি আরও বললেন তুমি এমন কিছু কর যা দেশের মঙ্গল করার ব্যাপারে তোমার সহায়ক হবে। কল্পনার স্রোতে ভেসে যেও না। আমি রাজনীতির পরিবর্তন চাই। একবার আমার গুরুদেব বাবুজী মহারাজকে দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কেবল ঈশ্বরই ওটা পাল্টাতে পারেন। দুর্নীতির গভীরতা ও ব্যাপকতা এত বেশী যে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ওটা দূর করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা জানাই। তুমি রাজনীতির পরিবর্তন ঘটাতে রাজনীতিতে যেও না। যতদিন না প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে আইন মানতে না চান ততদিন তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। যখন তুমি সত্য কথা বল তখন কেউ তোমার প্রশংসা না করলেও তুমি নিজে আত্মতুষ্টি লাভ করবে এই ভেবে যে তুমি সত্যবাদী, তুমি সৎ। আমার গুরুদেবের কথায় সততাই সততার পুরস্কার। সৎ হয়ে কিছু পাবার আশা কর না। সুতরাং আমাদের যা করতে হবে তাই আমরা করব আর সেটাই তার পুরস্কার।

একটা ছেলে বলেছিল, 'গুরুদেব, আমি আমার বাবার ব্যাবসায়ে যোগ দিতে চাই।'উত্তরে গুরুদেব বলেছিলেন, 'ঠিক আছে; কিন্তু মনে রাখো, সৎ ব্যবসা সব সময় পুরস্কৃত হয়। দেখবে ভালো বিনিয়োগ থেকে তুমি ৮% ,৯% বা ১০% লাভ পাবে। কিন্তু ফাটকা কারবারে ৪০% লাভ পেতে পারো। সেটা খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। তাই নয় কি? হয়তো তুমি তোমার বিনিয়োজিত অর্থটাই হারালে, বদনাম কুড়ালে, এমনকি তুমি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে। সততা তোমাকে উচ্চহারে লভ্যাংশ দেয় না ঠিকই, কিন্তু তোমার বিনিয়োগ নিরাপদ হলে তুমি সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করবে।'

আর একটা ছেলে বললো, সে কি করবে জানে না। উত্তরে গুরুদেব বললেন, চিন্তা কোরো না; পথ পেয়ে যাবে। যখন তুমি একটা পথে অগ্রসর হও তখন কোনো চিন্তা থাকে না; কিন্তু যখন তোমার সামনে একাধিক পথ থাকে, তখন কোন পথে যাবে তা চিন্তা করতে হয়। তখনই পছন্দ করার সমস্যা। অনেক পথের সম্মুখীন হলে তুমি উদ্বিগ্ন হবে, তোমার রক্তচাপ বাড়বে, কারণ তুমি ঠিক করতে পারছ না তুমি কোন পথ ধরে এগোবে। তুমি তোমার অন্তরকে জানো। অন্তর একদিকে টানছে, মন টানছে অন্যদিকে। তখন মনকে চুপ করিয়ে দিয়ে অন্তরের আদেশ অনুসরণ করবে। তাতে তোমার ভুল হবে না।

জুনের মাঝামাঝি দুটো আলোচনা সভা শেষ হল; আর কটেজের সব কিছুই আগের মত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। গুরুদেবের স্বাভাবিক রুটিন শুরু হল। তিনি স্বাস্থবান হতে লাগলেন। অভ্যাসীদের কাছে সহজলভ্য হলেন।

সহজ সন্দেশ নং ২০১৩.২৬ বৃহস্পতিবার, ৬ জুন, ২০১৩
শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের স্বাস্থ সম্পর্কীয় সূচনা

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

গুরুদেবের স্বাস্থ সম্পর্কীয় গত সূচনার পর ১ মাস অতিক্রান্ত। গুরুদেব চিকিৎসায় ভালভাবেই সাড়া দিচ্ছেন এবং কাম্য পথেই আরোগ্যলাভ করছেন। তাঁর হাড় শক্ত হয়েছে এবং সচলতা বেড়েছে। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করতে দু মাস সময় লাগতে পারে।

ডাঃ নটবর শর্মা

ওমেগা প্রাক্তনী সম্মেলন

জুনের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত প্রাক্তনী সম্মেলনে LMOIS এর প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের প্রায় ৭৫ জন ছাত্র যোগদান করেন। আলোচনা সভায় যোগদানের সম্মতি পাওয়ার সময় থেকেই তরুণ অভ্যাসীরা গুরুদেবের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল এবং যখন তাঁর সাক্ষাৎ পেল তখন তাদের আনন্দের সীমা রইল না। গুরুদেব প্রথম দিন তাদের সিটিং দেবার পর এক ভাষণ দিলেন। তিনি তাদের সন্তুষ্ট ও সৎ হওয়ার কথা বললেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের ভারত গড়ার ব্যাপারে নিজেদের ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে অগ্রদূত হবার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন এবং এও বললেন তারা যেন নিজেরা পরিবর্তিত না হয়ে পরিবর্তনের অনুঘটকের কাজ করে।

গুরুদেবের কুটিরে সকাল ন টায় সৎসঙ্গের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হল। তারপর ভাই কমলেশ প্যাটেল পছন্দ, গভীর অনুভূতি ও সন্তুষ্টি এই তিনটি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখলেন।

পরের ৩ দিন ফেসিলিটেটর ও প্রাক্তনীদের নিয়ে অধিবেশন চললো। তাঁরা দৈনিক অভ্যাস, মনোভাব, সমন্বয়ের সমস্যা এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন। অসুবিধার কথা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে পরস্পরকে সাহায্যের কথা এবং আয়োজকদের কাছ থেকে বিশেষ ইঙ্গিত নেওয়ার এটা একটা মুক্ত মঞ্চ হয়েছিল। পঞ্চম দিনে যোগদানকারীরা এই আলোচনা সভা থেকে কী পেল তা সকলের কাছে উপস্থাপিত করল। প্রাক্তনীরা স্কুল পরিদর্শন করে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের সাথে কথাবার্তা সারাটা দিন কাটাল। ভ্রাঃ পি আর কৃষ্ণান এবং ভ্রাঃ পুনীত লালভাই তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন।

আলোচনা সভার সমাপ্তিতে ছাত্ররা গুরুদেবের জন্য এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করলো কিছু গান ও গর্ভা নাচের মাধ্যমে। "প্রাণাহুতির ফল কী?" এই প্রশ্ন সামনে রেখে ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল আলোচনা সভা শেষ করলেন। অংশগ্রহণকারীরা এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করে পরের বছরে আলোচনায় সভায় আসবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর তারা গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা গ্রুপ ফটো নিল। তারা যখন গ্রুপ ফটো নিচ্ছিলেন তখন গুরুদেব তাদের বললেন, "প্রাক্তনীরা ওমেগার আত্মা"। ফটোর শিরোনাম দিতে বললেন 'ওমেগার আত্মা'।

পরের দিন ছাত্ররা কাঁধে দায়িত্বের বোঝা নিয়ে এবং প্রেম, সাহস ও আকাংক্ষায় অন্তর ভরে নিয়ে পরের বছর ভাল প্রস্তুতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় গ্রহন করলো।

দ্য ওমেগা হোপ্ – এক ফেসিলিটেটরের দৃষ্টিভঙ্গী

ভ্রাঃ ভিক্টর কান্নান

সব রকমের ক্রম বর্ধমান দুর্নীতি ও তার প্রতি নিরুচ্চারতার এই যুগে ওমেগা স্কুল এবং তার প্রাক্তনীরা ভবিষ্যতের আশা। ওমেগীরা স্কুলের বাঁধাধরা পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চ শিক্ষার নতুন ধারার মাধ্যমে বানিজ্যিক জগতের মোকাবিলা করতে অগ্রনী। যে বহির্জগত তাদের আধ্যাত্মিকতার পথানুসরণ ও সামঞ্জস্য পূর্ণ জীবনের পক্ষে যত্নশীল বা সহায়ক নয় তার মোকাবিলা তারা করছে। আবার তারা নতুন করে পাওয়া স্বাধীনতা ও সুযোগের অপব্যবহারে প্রলুব্ধও হচ্ছে।

সেজন্য শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের প্রচেষ্টা বছরে একবার মানাপাক্কামে সকলের মিলন। এই চমৎকার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বেচ্ছায় ও নিয়মনিষ্ঠভাবে সচেষ্ট হতে হবে। ছাত্রদের বক্তব্য শোনা এবং তাদের দুরবস্থা বোঝার এটা বয়স্ক ব্যক্তিদের এক সুযোগ। এই সময়েই বয়স্করা নিজেদের যৌবনকালের অসংযম ও দ্বিধা–দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ করে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। এতে ছাত্ররা খোলা মনে অভিজ্ঞতার ভাগ নিতে ও আস্থা অর্জন করতে পারে এবং তাড়াতাড়ি একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক হতে পারে। সুতরাং তারা যখন ফিরে যায় তখন অনেক বেশী আস্থাশীল ও প্রত্যয়ী হয়ে যায়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাব ও আধ্যাত্ম ক্লাবের কার্যাবলীতে অংশগ্রহনের মাধ্যমে আত্মোন্নতি ঘটে।

তাদের বলীয়ান করা, সমর্থন করা এবং স্বচ্ছতা দেওয়ার যে উদ্দশ্য তা অর্জিত হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। যাই হোক, কখনও তারা সাময়িকভাবে লাগামছাড়া হতে পারে, তখন তাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে রেখে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এটা করা যেতে পারে তাদের বন্ধু–বান্ধবের প্রসারণ ঘটিয়ে, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এবং সহজ মার্গের মূল ধারাতে অন্তর্ভুক্ত করে। বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহনের এরকম একটা মঞ্চ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে আমি বুঝলাম, এরা ভাল, খাঁটি ছেলে–মেয়ে এবং গুরুদেবের উদ্দেশ্য পূরণে খুব যত্নবান। আমি এদের সম্বন্ধে আশাবাদী এবং এই ছেলে–মেয়েদের ধন্যবাদ জানাই। যদি তরুণ বয়সেই নিজেদের এবং সমাজ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ তাদের মনে জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে নতুন ও শক্তিশালী জাতি গঠনে সহায়ক হবে।

বয়স্ক অভ্যাসীদের জন্য পরম ধাম আশ্রম

গুরুদেব পরম ধাম আশ্রমকে বয়স্ক অভ্যাসীদের (ষাটোর্ধ) থাকার এবং তাদের সাধনায় রত থাকার জন্য উৎসর্গ করেন। এই আশ্রমে ২–৬ মাস থাকার জন্য ইচ্ছুক অভ্যাসীরা আবেদন করতে পারবেন। তাদের থাকার, খাওয়ার ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে। স্থান সঙ্কুলানের সম্ভাবনা অনুযায়ী থাকার তালিকা অভ্যাসীদের জানানো হবে। নিম্নবর্ণিত লিংক পরম ধামের খবর, ঠিকানা, প্রাপ্তিযোগ্য সুযোগ–সুবিধা এবং থাকার আবেদন–পত্র সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করবে।

http://www.sahajamarg.org/smww/param-dham

পূরণ করা আবেদন–পত্র পাঠাতে হবে paramadham@srcm.org ই –মেইল IDতে।

মিশনের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের তথ্যের উৎস সৃষ্টিতে অভ্যাসীদের অংশগ্রহন

এতকাল আমাদের প্রত্নবিভাগ দলিলপত্র, ফটো, অডিও–ভিডিও ইত্যাদির ভাণ্ডার হিসাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আমরা চেষ্টা করছি ঐতিহাসিক প্রবণতা আরোপ করতে, যাতে সেটি একশ বছর পরেও কোন ইতিহাসবিদ যিনি মিশন ও তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক গবেষণার ব্যাপারে সাহায্য পেতে পারেন। যে জিনিস আজ আমাদের কাছে রুটিন–মাফিক ও নগন্য বলে পরিগণিত তা যুগান্তরের গবেষকের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠবে।

সুতরাং পুরাতন রেকর্ড ও নতুন তথ্য সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ। মানাপাক্কামে এরকম একটা প্রত্ন বিভাগ গড়ে তোলার জন্য আমরা যারা ইতিহাসে আগ্রহী, কম্পুটার ছাড়াও প্রত্নতত্ত্বে বা লাইব্রেরী বিজ্ঞানে প্রবনতা আছে এ রকম অভ্যাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা–সম্পন্ন ব্যক্তির ফুল–টাইম চাকুরির সুযোগ আছে।

সূচনা

সেন্টার, জোন বা দেশে শত শত স্বেচ্ছাসেবী ইতিহাস প্রত্নবিভাগের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এগিয়ে এসেছেন। তারা কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাসীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। শুরু হবার সময় থেকে মিশনের সমৃদ্ধি ও বিবর্তন এবং গুরুদেবদের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের চিন্তা–ভাবনা ও স্মৃতিচারণ রেকর্ড করেছেন। ভারতের জোনাল হিস্ট্রি কো–অর্ডিনেটর এবং বাকী পৃথিবীর কো–অর্ডিনেটররা একটা কর্ম তৎপর দল গঠন করেছেন। নিয়মিত বিস্তৃত নির্দেশিকা ও প্রোটোকল জারির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবীদের কাজের সমন্বয় সাধন করা হয়। অবশ্য এই কাজ কোনদিনই শেষ হবে না। কারণ মিশনের ধারাবাহিক উন্নতি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নথিপত্রের আধুনিকীকরণ এবং রেকর্ড, ফটো ও হস্তনির্মিত শিল্পকর্ম মিশনকে প্রদান করা চলতেই থাকবে।

মিশনের বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতের উপর গবেষণা করতে ইচ্ছুক অভ্যাসীরা অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। এই প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উৎস সংরক্ষণে আগ্রহী অভ্যাসীদের উপরই এর সাফল্য নির্ভরশীল। ২০১৩ সালের ৫ জুন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গুরুদেবকে এর প্রচার অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়, তখন তাঁর মন্তব্য, "আমরা বর্তমানে ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা করছি।"

নেতাকে মান্য কর

এই কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী চালু করতে গুরুদেব খুবই ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই মিশনের একমাত্র তিনিই উত্তর পুরুষদের জন্য সবকিছুই লিখে রেখেছেন। সেটা গুরুদেবের জীবনী, তাঁর শিক্ষা, ভ্রমণ, তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, ব্যক্তিগত জীবন যাই হোক না কেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত চিঠিপত্র, দিনলিপি সংরক্ষণ করেছেন। আমরা কল্পনা করতে পারি যদি প্রত্যেক অভ্যাসী মিশনের কাজে অংশগ্রহনের মাধ্যমে যা তিনি অনুভব করেছেন, উপলব্ধি করেছেন, সব লিপিবদ্ধ করেন তা কী বিপুল তথ্য–ভাণ্ডার সৃষ্টি হবে!

কিভাবে আপনি সাহায্য করতে পারেন

১. যদি আপনি স্বেচ্ছাসেবক হতে ছান তাহলে আপনি আপনার ZIC র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনিই আপনাকে ইতিহাস কো–অর্ডিনেটরের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।

২. যদি আপনি এমন কাউকে জানেন যিনি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিস দিতে পারেন তাহলে তাঁর নাম আপনার এলাকার ইতিহাস কো–অর্ডিনেটরের কাছে সুপারিশ করুন।

আরও বেশী কিছু জানার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন mission.history@srcm.org

শিশুদের গ্রীষ্মকালীন শিবির

দ্যা ওয়াণ্ডারফুল টেন– ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ

"দ্যা ওয়াণ্ডারফুল টেন" বই এর উপর আধারিত একটি কার্য্যক্রম ইন্দোর কেন্দ্রে আয়োজিত হয় । এই কার্য্যক্রম ৬ দিন চলে । চল্লিশ জন শিশু অংশগ্রহণ করে । এই বইটির মূলতত্ত্বকে গল্পরূপে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় যে, কিভাবে ঈশ্বরের স্মরণে সততার সঙ্গে জীবন যাপন, সুবিবেচিত ভাবে সম্পদের সৎব্যবহার, প্রত্যেকের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ এবং কেমন করে ভালোবাসার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে হবে । উল্লেখিত বইটিতে সহজ মার্গের দশটি নিয়মকেও শিশুদের বোঝাবার জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

শিশুদের সামনেএই কার্য্যক্রমটি শুরু হয় নাট্যরূপে । সততার সঙ্গে জীবন যাপন কেমন ভাবে করা উচিত এবং বাবুজী মহারাজের উপদেশ গুলি তাতে দেখানো হয় । প্রতিদিন সহজমার্গের দুটি করে নিয়মের ব্যাখ্যা করা হয় । কিছু স্বেচ্ছাসেবীরা বইটিতে নিহিত মূলতত্ত্বগুলিকে খেলাধুলো ও নাটকের মধ্যে দিয়ে শিশুদেরকে যাতে বোঝানো যায় সেটি রচনা করতে ব্যস্ত ছিলেন । শিশুরা এই কার্য্যক্রমটি খুবই আনন্দ সহকারে উপভোগ করে এবং শিশুদের উপর যে ভালো প্রভাব পড়েছে তা বোঝা যায় ।

বিশাখাপত্তনম্

ঐ আশ্রমে শিশুদের জন্য ১৯ থেকে ২১ মে এই তিনদিন একটি শিবিরের আয়োজন করা হয় । ১০০ জন শিশু যাদের বয়স ৭ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত এই কার্য্যক্রমে অংশগ্রহন করে । এই শিবির প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয় ।

তারপর কার্য্যক্রমের পরিচয় দেওয়া হয় । শিশুদেরকে চারটি দলে ভাগ করা হয় । "ধ্যানের উপকারিতা" এবং "চরিত্র গঠন" এর উপর এই অধিবেশনটি পরিচালনা করা হয় । শৈশব কালে শিশুদের মধ্যে নেতৃত্বের গুরুত্ব এবং সহযোগিতা, গুরুর শৈশবের বর্ণনা ইত্যাদি উপস্থাপিত করা হয় । পেন্টিং, ক্রাফ্ট্ওয়ার্ক, প্রাণবন্ত সিনেমা দেখা, বিতর্ক, ক্লে মডেলিং, কুইজ এবং বহিরাগত ক্রীড়া এই সবের আয়োজন করা হয় । অধিবেশন চলাকালীন তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা আশ্রমটি পরিষ্কার করে । রাত ৯টায় সার্বজনীন প্রার্থনা, ডায়েরী লিখন এবং শোবার আগে প্রার্থনাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে বলা হয় ।

শারীরিক ব্যায়াম এবং সূর্যোদয় দেখা সকালের নিয়মাবলীর অংশ ছিল । শিশুদের আত্ম অনুশাসন, সত্যিকথা বলার সাহস, ভালো ব্যবহার এবং ধৈর্য্যের গুরুত্ব বোঝানো হল । অধিবেশনের শেষে প্রধান অতিথি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের হাতে পুরস্কার দেন । বেশ কিছু অভিভাবক অভ্যাসের প্রতি আগ্রহ দেখালেন ও তাদের মধ্যে কিছু অভিভাবক মিশনের সঙ্গে যুক্ত হলেন । শিশুরা খুবই আনন্দ এবং উৎসাহের সাথে গ্রীষ্মকালীন শিবিরে অংশ গ্রহণ করে ।

শিশুদের কার্য্যক্রম, জলগাঁও, মহারাষ্ট্র

৯ই জুন ২০১৩, জলগাঁও এবং তার নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে ২৬টি শিশুদের নিয়ে জলগাঁও কেন্দ্র এক কার্য্যক্রমের আয়োজন করে । কার্য্যক্রম প্রার্থনা দিয়ে শুরু করা হয় এবং তারপর শিশুদের বাইরে খেলার জন্য একটি পার্কে নিয়ে যাওয়া হয় । প্রাতঃরাশের পর গল্প বলার উপর এক অধিবেশন হয় যেখানে একটি ছোট্ট উপস্থাপনা দিয়ে শেষ করা হয় । মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শিশুরা রঙিন কাগজ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস ডিজাইন করতে শেখে । 'টেলিভিসন্কে নিয়ে কি করা যায়' এর উপর এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও হয় । শিশুদের উপহার বিতরণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় । শিশুরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে ।

জলগাঁও এবং নিকটবর্তী কেন্দ্রের ৩০ জন অভ্যাসীদের নিয়ে এক সারাদিনের কার্য্যক্রম আয়োজিত হয় । বিভিন্ন বিষয়ের উপর এক সাধারণ আলোচনা করা হয় এবং ঠিক করা হয় যে ২৪ শে জুলাই উৎসবটি ভরণগাঁও কেন্দ্রে করা হবে । এই কার্য্যক্রমটি বিকালের সৎসঙ্গের সাথে শেষ হয় ।

সীতাপুর উত্তরপ্রদেশ

২১ থেকে ৩০শে মে ২০১৩ মধ্যে সীতাপুর কেন্দ্রে রীজকিশোর মিন্টো দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ ক্লাসের ছাত্রীদের নিয়ে একটি গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় । ছাত্রীদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ জাগানোই ছিল ঐ শিবিরের এক মাত্র উদ্দেশ্য । ফেসিলিটেটররা বিভিন্ন বিষয় যেমন জীবন, "আমি কে?", শরীর, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, ভালোবাসা, প্রকৃতি, প্রার্থনা, গুরু, সৃষ্টিকর্তা এইসবের উপর আলোচনা করেন । এছাড়াও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অন্যান্য সামজিক এবং চলতি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় ।

২৪ মে এসএসপি সীতাপুর, শ্রী বি. বি. সিং "পুলিশ সঞ্চালন কাঠাম" এর উপর এবং এন সি সি থেকে কর্নেল পি. এস. বিন্দ্রা "প্রদুষণ এবং আমাদের পরিবেশ" এর উপর বক্তব্য রাখেন । যার দরুণ শিশুদের মনে এই বিষয়টি কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে । শিবির শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীদের সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয় ।

আমেদাবাদ আশ্রম

গুজরাট ও আমেদাবাদ এই দুই অঞ্চল মিলে শিশুদের নিয়ে ৩১ মে থেকে ২ জুন পর্য্যন্ত তিনদিনের এক শিবিরের আয়োজন করে । এতে ৭ থেকে ১৭ বছরের ৭৫ জন শিশু অংশগ্রহণ করে । এই অধিবেশনে আমাদের জীবনে ইতিবাচক মূল্যবোধ বিকাশে দশটি নিয়ম কতটা মূল্যবান, তা সবিস্তারে বোঝানো হয় । এছাড়াও গান, আর্ট ও ক্রাফট, পরিবেশ সংরক্ষণ, খেলাধুলো, গেমস, কুইজ এবং জীবনে দক্ষতার শিক্ষা দেওয়া হয় । ছোট ছোট গল্প ও দশটি নিয়মের উপর আধারিত ছোট নাটকের আয়োজন করা হয় । শিবিরের স্বেচ্ছাসেবীরা মানবের ক্রমবিকাশের উপর এক নাটিকা প্রস্তুত করে, যেখানে দেখানো হয় আত্মা ঈশ্বরের অংশ । এই নাটিকা সকলের প্রশংসা অর্জন করে ।

১৫ জন স্বেচ্ছাসেবী ক্রমাগত কাজ করে দল এবং সুনির্দিষ্ট কার্য্যকলাপগুলিকে সামাল দিচ্ছিল । দলগুলি শিবিরের অনুশাসন, সময় প্রবন্ধন, পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের খেয়াল রাখছিল । শিশুদের সামনে শহরের ঐতিহ্যের প্রদর্শণ করা হয় যাতে ৬০০ বছর পুরানো আমেদাবাদ শহরের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছিল । শেষে কার্য্যক্রম সম্বন্ধে শিশুরা নিজেদের অভিমত প্রকাশ করে । বোঝা যায় তারা খুবই আনন্দিত হয়েছে ও কার্য্যকলাপগুলি থেকে প্রচুর শিখতে পেরেছে ।

পানভেল , মুম্বাই

১৭ থেকে ১৯ মে পানভেল আশ্রমে তিনদিনের একটি শিবিরে ১৩ থেকে ১৭ বছর এবং ৮ থেকে ১২ বছরের প্রায় ৪৫ টি শিশু অংশগ্রহন করে । তারা নিকটবর্তী পুনে, নাসিক এবং খোপলি কেন্দ্র থেকে এসেছিল । ১৭ তারিখে শিবির এক মহত্বপূর্ণ অধিবেশন দিয়ে শুরু হয় । বিভিন্ন কৌতুক, ঐশ্বরীয় বিতরণ, মানবীয় বিতরণ ও আমি কে? এইসব বিষয়ের উপর দলগত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় । এতে শিশুদের উত্তর দেওয়ার এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখে ফেসিলিটেটররা অভিভূত হয়ে যান । সন্ধ্যার অধিবেশনের বিষয় ছিল "ভালোবাসা জাগানো এবং হিংসা, পূর্ব সংস্কার ও ঘৃণা এই ভাবনাগুলি ত্যাগ করা" । শুতে যাবার আগে তরুণদের ডায়েরী লিখতেও বলা হয় ।

দিবতীয় দিনটি যোগব্যায়াম দিয়ে শুরু হয় । যখন তরুণদের জন্য 'অর্থের গুরুত্ব'এর উপর অধিবেশন হচ্ছিল, ঠিক তখনই শিশুদের দশটি নিয়মের সঙ্গে অঙ্কের কি সম্বন্ধ এই বিষয়টি অভিনবভাবে বোঝানো হচ্ছিল । তারপর শিশুদের অনুপ্রেরণাদায়ক ছোট ছোট ভিডিও দেখানো হল এবং তারপর একটি প্রশ্ন উত্তরের কার্য্যক্রম হয় । "সাফল্যের সিঁড়ি" বিষয়টির উপর আলোচনার সময় শিশুরা নিজের ভবিষ্যত্বে তাদের কোন পেশাটি চয়ন করা উচিত এই সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করল । ভ্রা: সুদেশ ত্রিপাঠী "ইন্‌ক্রেডিবল্ ইন্ডিয়া" এবং " টেন অ্যাক্সিডেন্টাল ডিস্‌কভারিস্" এর উপর ভিডিও দেখালেন । তারপর একটি আকর্ষনীয় প্রশ্ন উত্তরের কার্য্যক্রম হল । যাতে মস্তিষ্কের ব্যায়াম এবং দৃষ্টি বিভ্রান্তির বিষয়গুলি ছিল ।

শেষ দিনে শিশুদের একটি নিকটবর্তী উদ্যানে খেলাধুলোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় । শিশুরা গুরুদেবের বলা কাহিনীর উপর নাটক করে দেখাল এর জন্য তারা দু রাত্রি ধরে অভ্যাস করেছিল । শিবির এক পুরস্কার বিতরণ সমারোহ দিয়ে সমাপ্ত করা হয় এবং শিশুরা যে খুবই আনন্দিত হয়েছে তা তাদের অভিমত থেকে বোঝা যায় ।

নব–নিযুক্তিকরণ

ভ্রাঃ কে. টি. কৃষ্ণান
সেন্টার–ইন্–চার্জ, পালাক্কাদ।

ভ্রাঃ সি. কে. প্রমোদ
সেন্টার–ইন্–চার্জ, কোচি / এর্নাকুলাম।

ভ্রাঃ পি. কে. গোপীনাথ
সেন্টার–ইন্–চার্জ, পাট্টাম্বি।

আঞ্চলিক যুব আলোচন সভা, ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ

ভোপাল আশ্রমে ১১ ও ১২ মে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৪৩ জন যুব অভ্যাসীদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তারা বিদিশা, ভোপাল, গঞ্জবাসোদা, হোসাঙ্গাবাদ, ইন্দোর, জব্বলপুর, তিকমগড়, বেরাসিয়া, দিল্লোদ, রেওয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে এসেছিলেন এবং গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।

এই আলোচনা সভার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'জীবন ও সহজমার্গের সমন্বয় সাধন'। ১১ মে রেজিস্ট্রেশনের পর 'জীবনে ভারসাম্য' এই বিষয় দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ২য় দিনের বিষয় ছিল 'মিলেমিশে কাজ করা'। দুটো

বিষয়েই বিভিন্ন কাজকর্ম, ভাষণ, গুরুদেবের ভিডিও প্রদর্শন, আত্মসমীক্ষা ও তার বাস্তবায়ন, ছোট ছোট দলগত আলোচনা, সময় বৃত্ত, ঘটনা সমীক্ষা, ছোট নাটিকা ও খেলাধুলার মাধ্যমে পালিত হয়েছিল। যুব অভ্যাসীরা সর্বান্তকরণে এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করে এবং গুরুদেব সৃষ্ট স্বর্গীয় বাতাবরণে আনন্দ অনুভব করে। জীবনে ভারসাম্য ও মিলেমিশে কাজের মাধ্যমে গুরুদেবের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সমস্ত অংশগ্রহনকারীরা খুবই খুশী হয়েছিল এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান আরও করার জন্য অভিমত প্রকাশ করেছিল।

রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন, বিশাখাপত্তনম্

গুরুদেব ১৫মে, ১৯৮৮ বিশাখাপত্তনম্ আশ্রম উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। এই আশ্রমের অভ্যাসীরা উৎসব উদ্‌যাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে গুরুদেব তাতে সম্মতি প্রদান করেন এবং যথাযথভাবে উৎসব উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেন

বিশাখাপত্তনম্ ও তার পার্শ্ববর্তী প্রায় ১২ টি উপকেন্দ্র থেকে প্রায় ৬০০র বেশী অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান ১৫মে সকাল ৯ টায় সৎসঙ্গ দিয়ে শুরু হয়। সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ভ্রাঃ বিশ্বপতি শাস্ত্রী, যিনি ১৯৮৮ সালে CiC ছিলেন। যেসব অভ্যাসীরা ১৯৮৮ থেকে সাধনা করে আসছেন, যারা আশ্রমের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত আছেন এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

যে সমস্ত অভ্যাসীরা ১৯৮৮এ শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সাধন বন্ধ করে দিয়েছেন, ভ্রাঃ CiC কে. সপ্তমুখুলু তাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন এবং আশ্রমে সময় অতিবাহিত করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাধনা আবার সাধনা শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আশ্রম উদ্‌ঘাটনের সময় গুরুদেব বিভিন্ন বিষয়ে উপর কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন যেমন 'গুরুদেবের সাথে সম্পর্ক', 'আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য' ও 'সাধনার সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয়তা'। এই বিষয়গুলিই ভাষণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় তেলেগু সংবাদপত্রে এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রকাশিত হয়েছিল। বাস্তবিকই সমস্ত অভ্যাসীর কাছে এটা একটা স্মরণীয় দিন এবং তারা সকলেই এই পূণ্য উৎসবের জন্য তাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল।

দেওরিয়া আশ্রম, উত্তর প্রদেশ

জ্যোতির্কেন্দ্র

দেওরিয়া জেলার সদর দপ্তর দেওরিয়া পূর্ব উত্তর প্রদেশের প্রান্তদেশে অবস্থিত। গোরোক্ষপুর থেকে ৫০ কিলোমিটারের পথ। 'দেওরিয়া' শব্দের অর্থ হল এমন জায়গা যেখানে অনেক মন্দির আছে। ১৯৯৪এ দেওরিয়া আশ্রমের সূত্রপাত। ছাপরার (বিহার) প্রশিক্ষক ভ্রাঃ রামদাস সিং দেওরিয়া আশ্রম তৈরীর প্রধান ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ঘন ঘন দেওরিয়া সফরের ফলেই এখানকার প্রথম প্রশিক্ষক হন ভ্রাঃ অজয় তিওয়ারী। ভ্রাঃ তিওয়ারীর কঠোর পরিশ্রমে এই আশ্রমের প্রাচুর্য্য বিভিন্ন দিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ মিশনে যোগদান করেন। এমনই এক ব্যক্তি ভ্রাঃ রাম শঙ্কর দীক্ষিত, যিনি BHUতে গুরুদেবের সহপাঠী ছিলন। বর্তমানে তিনি মিশনের প্রশিক্ষক। ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৯ গুরুদেব কয়েক ঘন্টার জন্য দেওরিয়ায় ছিলেন। যদিও এ ছিল গুরুদেবের ছোট্ট সফর, কিন্তু দেওরিয়া কেন্দ্রের অভ্যাসীদের কাছে তাঁর আশীর্বাদধন্য মুহূর্তগুলোর অন্যতম।

রবিবারের নিয়মিত সৎসঙ্গ ভ্রাঃ দীক্ষিতের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত। অভ্যাসী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলেই আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। ২১ জুন, ২০০১ বৈদ্য পারশনাথ তিওয়ারী, ডঃ মুর্জানি ও ভ্রাঃ আই. ডি. কেডিয়া একদল অত্যুৎসাহী অভ্যাসীদের সহায়তায় আশ্রমের জমি ক্রয় করতে সাহায্য করেন।

দেওরিয়া শহর থেকে প্রায় ৪ কিমি দূরে সোনুঘাটে ১.৫ একর জমি নেওয়া হয়েছিল। ১৯ মার্চ, ২০০৬ আশ্রমের নির্মাণকার্য শুরু হয়। রান্নাঘর সহ ধ্যানকক্ষের আয়তন ৬৫ X ৪০ ফুট, যেখানে ১০০ জন অভ্যাসী অনায়াসেই বসতে পারে। ১৬ নভেম্বর, ২০০৮ মিশনের সেক্রেটারী ভ্রাঃ ইউ. এস. বাজপেয়ী গুরুদেবের নির্দেশে এই আশ্রম উদ্ঘাটন করেন। গুরুদেব ভালোবেসে এই আশ্রমের নামকরণ করেন "শান্তি আশ্রম"।

আশ্রমে সব রকমেরই সুবিধা ছিল যেমন সৌচালয়, আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণকারীর থাকার জায়গা। এছাড়া এক ছোট্ট বাগিচা আশ্রমের শান্ত নির্মল সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছিল। এখানে অভ্যাসীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৮০ জন অভ্যাসী রবিবারের সৎসঙ্গে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। এই কেন্দ্রের অভ্যাসীরা ভাণ্ডারারও আয়োজন করেন এবং পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে অভ্যাসীরা অংশগ্রহন করেন। রবিবারের সৎসঙ্গ ছাড়াও স্থানীয় অভ্যাসীরা এখানে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন অভ্যাসী প্রশিক্ষণ, প্রবন্ধ লিখন ইত্যাদি আয়োজন করেন। আশ্রম পরিচালন সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আছে আশ্রমের তোরণদ্বার নির্মাণ ও আশ্রম পরিসীমার মধ্যে সোলার লাইটিং এর ব্যবস্থা।

এইরকম এক আশ্রম পেয়ে আমরা সত্যিই আশীর্বাদধন্য, যা গুরুদেব আমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতির উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছেন।

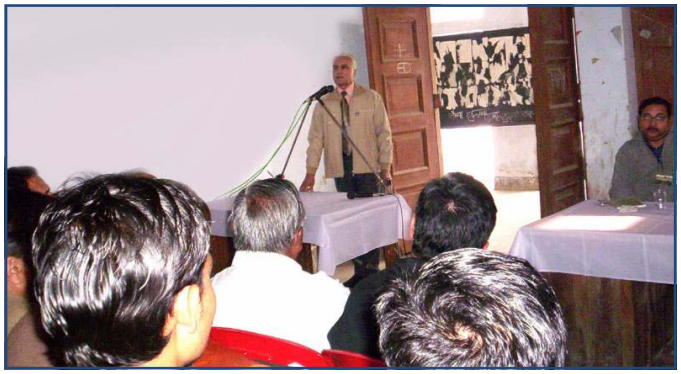

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2013 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.